নবম অধ্যায়

নম্রতা-তলভূমি

স্বপ্নে দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলে দয়াবতী সঙ্গিনীরা তাকে একখানা রুটি, এক পাত্র আঙ্গুরের রস, আর এক গোছা আঙ্গুর ফল দিয়ে চলে গেলেন। সেগুলো হাতে নিয়ে ***খ্রীষ্টিয়ান*** আপন পথে চলল।

কিন্তু বেচারা ***খ্রীষ্টিয়ান*** এই ***নম্রতা-তল*** ভূমিতে এসে মহা বিপদে পড়ল। কিছুটা পথ যেতে না যেতেই দেখতে পেল, এক দুষ্ট অসুর মাঠ পেরিয়ে তার দিকে আসছে, অসুরটার নাম ***আপল্লুয়োন,*** যার অর্থ বিনাশক (প্রকাশিত. ৯:১১)। তাকে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল এবং ইতস্তত করতে লাগল — ফিরে যাবে, না দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে। আবার সে ভাবল, আমার পিঠে তো আচ্ছাদক বর্ম নেই। যদি ফিরি, তীর মেরে সহজেই আমার পিঠ বিদ্ধ করবে। সুতরাং স্থির করল দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করবে। আর কিছু না হোক প্রাণটা তো বাঁচাতে হবে; কাজেই প্রতিরোধ করতেই হবে। — ঈশ্বরের ইচ্ছা, যেন আমরা শয়তানের প্রতিরোধ করি; আর তা করলে ঈশ্বর-দত্ত সজ্জাদ্বারা আমরা রক্ষা পেতে পারব। কিন্তু যদি প্রতিরোধ না করে পালিয়ে যাই, তবে নিশ্চয় বিপদে পড়ব, সজ্জাদ্বারা আমাদের রক্ষা হবে না।

এই ভেবে ***খ্রীষ্টিয়ান*** অগ্রসর হল, দেখতে দেখতে ***আপল্লুয়োন*** তার সামনে এসে হাজির। কি বিশ্রী তাকে দেখতে; সারা শরীরে মাছের আঁশের মত আঁশ। সে আঁশের আবার বড়াই কত! রীতিমতো প্রসাধন ব্যবহার করা হত তাতে। তার ডানা নাগের ডানার মত, পা ভল্লুকের মত, এবং তার মুখ সিংহের মত; তা থেকে আগুন, আর ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সে ***খ্রীষ্টিয়ানের*** সামনে এসে সক্রোধে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওরে, কোথা থেকে আসছিস, আর কোথায় বা যাচ্ছিস?"

খ্রীষ্টিয়ান— আমি সমস্ত অমঙ্গলের আড্ডাখানা ***ধ্বংস-নগর*** থেকে আসছি, যাব ***সিয়োনে***।

আপল্লুয়োন— তাই নাকি! তুই তো আমার প্রজা। ওসব দেশ আমার, আমিই হত্তাকত্তা; নিজের রাজার এলাকা থেকে পালাচ্ছিস কেন? কি আর বলব, ভবিষ্যতে তুই আমার কাজে লাগবি, এ আশা যদি না থাকত, এখনই এক চড়ে তোকে ধরাশায়ী করে দিতাম।

খ্রীষ্টিয়ান— তোমার এলাকায় আমার জন্ম, এ কথা ঠিক; কিন্তু তোমার সেবা করা বড়ই কঠিন, তুমি যে বেতন দাও, তাতে মানুষের চলে না। কারণ "পাপের বেতন মৃত্যু" (রোমীয়

৬:২৩); তাই বড় হয়ে আর পাঁচ জন বুদ্ধিমান লোকের মত নিজের অবস্থা ভাল করবার পথ দেখতে আরম্ভ করি।

আপল্লুয়োন— কোন রাজা নিজের প্রজাকে এত সহজে ছেড়ে দেয় রে? আমিও তোকে ছেড়ে দিচ্ছি না; তবে সেবা ও বেতনের বিষয়ে যা বললি, — তুই ফিরে চল, তোকে কথা দিচ্ছি, দেশে যা কিছু ভাল জিনিস হয়, তা তুই পাবি।

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু আমি যে আর এক জনের ভৃত্য হয়েছি, *তিনি* আবার যে সে লোক নন, তিনি ***রাজাদের রাজা***। এখন আমি কোন্ হিসেবে তোমার সঙ্গে ফিরে যাই?

আপল্লুয়োন— আরে তুই যে ধুলো ছেড়ে ভস্ম কুড়োচ্ছিস। অনেকেই তার চাকরি ধরে, শেষে কিছুদিন পরে তাকে ফাঁকি দিয়ে আমার কাছে ফিরে আসে। তুইও তাই কর, সব ঝামেলা মিটে যাবে।

খ্রীষ্টিয়ান— আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, শপথ করে তাঁর প্রজা হয়েছি; এখন ফিরে গেলে তো বিদ্রোহী বলে প্রমাণিত হব, যার পরিণাম ফাঁসি।

আপল্লুয়োন— আরে বাপু, আমার বেলাতেও তো তাই করেছ, তবু যদি এখন ফিরে যাও, তবে সে-সব দোষ আর ধরব না।

খ্রীষ্টিয়ান— শোন, তোমাকে যখন কথা দিয়েছিলাম, তখন আমি নাবালক ছিলাম; তা ছাড়া, এখন যে ***রাজাধিরাজের*** পতাকা তলে এসেছি, তিনি আমাকে ক্ষমা দিতে পারেন, এমন কি, তোমার হুকুমে যে সব অপকর্ম করেছি, তাও ক্ষমা করতে পারেন। তা ছাড়া, ওহে সর্বনেশে ***আপল্লুয়োন***, ভাল করে শুনে রাখ, তোমার সেবা অপেক্ষা এই ***মহারাজের*** সেবা, ***তাঁর*** বেতন, ***তাঁর*** কর্মচারিগণ, ***তাঁর*** শাসন-পদ্ধতি, ***তাঁর*** সঙ্গ ও ***তাঁর*** দেশ আমার খুবই ভাল লাগে। কাজেই, অনর্থক কথার আর কি প্রয়োজন? আমি ***তাঁর*** দাস, ***তাঁরই*** চরণ ধরে থাকব।

আপল্লুয়োন— শোন্, মেজাজ যখন ঠাণ্ডা হবে, তখন ভেবে দেখিস, যে পথের পথিক হয়েছিস, এ পথে কত বিপদ। আমার পথ ছেড়ে আসাতে ও আমার আদেশ অমান্য করাতে, তার গোলামদের কী দুর্দশা ঘটে, তা তো তোর জানা আছে। কতজনকে লাঞ্ছনা ভোগ করে মরতে হয়েছে। তবু তুই আমার সেবা করার চেয়ে তার সেবা করা ভাল মনে করিস? কিন্তু দেখ্, নিজের দাসেরা শত্রুর কবলে পড়লে তাদের উদ্ধার করবার জন্য সে একবারও বাড়ির বাইরে পা বাড়ায় না। কিন্তু আমি কি করি? আমার বিশ্বস্ত দাসেরা তার কিংবা তার লোকের হাতে পড়লে ছলে-বলে-কৌশলে আমি তাদের উদ্ধার না করে ছাড়ি নে, তোকেও উদ্ধার করব।

খ্রীষ্টিয়ান— ***তিনি*** যে সঙ্গে সঙ্গে নিজের দাসদের উদ্ধার করেন না, তা কেবল তাদের আন্তরিকতা পরীক্ষা করবার জন্য; ***তিনি*** দেখতে চান, তারা শেষ পর্যন্ত ***তাঁকে*** অবলম্বন

করে থাকে কি না। তুমি যাকে শোচনীয় পরিণাম বলছ, তাদের বিবেচনায় তা গৌরবের চরম উৎকর্ষ। তারা আশু মুক্তির বড় একটা আশা করে না, কিন্তু ভাবী গৌরবের প্রতীক্ষা করে। ***রাজাধিরাজ*** যখন আপন মহিমায় আসবেন, তখন তারা আপন আপন প্রাপ্য গৌরব পাবে।

আপল্লুয়োন— আচ্ছা, তুই তো এতকাল তার সেবায় কেবল ফাঁকি দিয়ে এসেছিস, এখন এমন পুরস্কারের আশা করিস কি করে?

খ্রীষ্টিয়ান— কি বললে ***আপল্লুয়োন***, আমি ***তাঁর*** কোন্ কাজটায় ফাঁকি দিয়েছি?

আপল্লুয়োন— কেন? যাত্রার আরম্ভে ভয়ে ***নিরাশা-পাঁকে*** পড়ে তোর যখন দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তুই তখন অন্যায়ভাবে পিঠের বোঝা এড়াবার চেষ্টা করেছিলি; তা না করে যত দিন তোর ***রাজাধিরাজ*** বোঝাটা তুলে না নেন, ততদিন ধৈর্য ধরে থাকা উচিত ছিল। আবার পাপ-নিদ্রার ঘোরে তোর মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে ফেলেছিলি। তার পর সিংহ দুটোকে দেখে তো চম্পট দেবার জোগাড় করেছিলি। আবার এই যাত্রার বিষয় কথা উঠলে কত না বড়াই করিস!

খ্রীষ্টিয়ান— যা বললে সবই সত্যি; বরং আমার আরও অনেক দোষ আছে, যা তুমি বলনি; তবুও আমি যে ***রাজাধিরাজের*** সেবা করি, ***যাঁকে*** সমাদর করি, ***তিনি*** দয়ার সাগর, ***তিনি*** সব সময় ক্ষমা করতে প্রস্তুত। ভেবে দেখ, তোমার রাজ্যে যখন বাস করতাম, তখনই এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাকে পেয়ে বসেছিল; কারণ সেখানেই শৈশবে মাতৃদুগ্ধ পানের মধ্য দিয়ে এ অপরাধের বীজ আমার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সে সবের ভারে কাতর ও নিতান্ত দুঃখিত হওয়াতে ***রাজা*** আমাকে ক্ষমা করেছেন।

এ কথা শুনে ***আপল্লুয়োন*** ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, "আমি তোর রাজার শত্রু; সে নিজে, তার প্রজারা, ও তার বিধান, আমার দু-চোখের বিষ। সে-জন্যেই তো তোর যাত্রা বন্ধ করতে এসেছি।"

খ্রীষ্টিয়ান— খবরদার, ***আপল্লুয়োন***; এখন আমি রাজপথে, পবিত্রতার পথে দাঁড়িয়ে আছি, তাই বুঝে কাজ কর।

তা শুনে ***আপল্লুয়োন*** দু'পা ছড়িয়ে সমস্ত রাস্তাটা আগলে বলল, "তাতে আমার ভয় নেই। তুই এ বার মরতে প্রস্তুত হ। দেখ্, নরকের দিব্যি দিয়ে বলছি, তোকে আর এক পা-ও বাড়াতে দিচ্ছি নে। এখানেই আমার হাতে তোর প্রাণ যাবে।"

বলতে বলতে ***খ্রীষ্টিয়ানের*** বুকে একটা অগ্নিবাণ মারল। কিন্তু ***খ্রীষ্টিয়ানের*** হাতে ঢাল ছিল, তা দিয়ে প্রতিহত করাতে তার কোন ক্ষতি হল না (ইফিষীয় ৬:১৬)।

সময় বুঝে ***খ্রীষ্টিয়ান*** তরোয়াল বের করল, তা দেখে ***আপল্লুয়োন*** তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে শিলাবৃষ্টির মত বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও

খ্রীষ্টিয়ান মাথায়, হাতে ও পায়ে জখম হল, অর্থাৎ তার বুদ্ধি, বিশ্বাস ও আচরণে আঘাত লাগল; তাই তাকে কিছুটা পিছু হটতে হল। তা দেখে ***আপল্লুয়োন*** আরও দ্রুত অস্ত্র চালাতে লাগল, ***খ্রীষ্টিয়ানও*** সাহসে ভর দিয়ে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করতে লাগল। এই ঘোরতর যুদ্ধ প্রায় এক বেলা চলল, ফলে বেচারা ***খ্রীষ্টিয়ান*** বড়ই কাতর হয়ে পড়ল। কারণ জখম হওয়াতে তার শক্তি আস্তে আস্তে কমে আসছিল।

সুযোগ বুঝে ***আপল্লুয়োন*** আস্তে আস্তে ***খ্রীষ্টিয়ানের*** খুব কাছে এসে তাকে দুহাতে তুলে মাটিতে আছাড় মারল, তাতে তার হাতের তরোয়ালখানা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। — তরোয়াল বা 'আত্মার খড়্গ' হল ঈশ্বরের বাক্য (ইফিষীয় ৬:১৭)। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের দেওয়া হয়েছে পবিত্র শাস্ত্র বাইবেলে। শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধে তা ব্যবহার না করলে আমরা পরাভূত হব; কিন্তু বিশ্বাস সহকারে ব্যবহার করলে জয়ী হব। — তখন ***আপল্লুয়োন*** বলল, "হতভাগা, কে তোকে এখন রক্ষা করবে?" এই বলে সে ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** এমন চেপে ধরল যে, সে প্রাণের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু *ঈশ্বরের* কী দয়া! ***আপল্লুয়োন*** যখন শেষ আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে, ঠিক তখনই ***খ্রীষ্টিয়ান*** ছিটকে-পড়া তরোয়ালটা নাগালের মধ্যে পেয়ে, হাতে তুলে ধরে বলল, "হে আমার বৈরী, আমার বিপক্ষে উল্লাস কোরো না, আমার পতন হলেও আমি উঠে দাঁড়াব" (মীখা ৭:৮)। এই বলে সজোরে অসুরটাকে এমন আঘাত করল যে, দুঃসহ আঘাতে সে পিছু হটতে বাধ্য হল। তা দেখে ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলে উঠল, "যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, ***তাঁরই*** শক্তিতে আমরা এ সবকিছুর উপর চূড়ান্ত জয়লাভ করেছি" (রোমীয় ৮: ৩৭); এবং তাকে তাড়া করে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ***আপল্লুয়োন*** ডানা মেলে উড়ে পালিয়ে গেল। ***খ্রীষ্টিয়ান*** তাকে আর দেখতে পেল না। শাস্ত্র বলে, "শয়তানকে প্রতিরোধ কর; তা হলে, সে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে" (যাকোব ৪:৭)।

এই যুদ্ধে একদিকে ***আপল্লুয়োন*** যেমন আস্ফালন ও দম্ভের সঙ্গে কথা বলছিল, এবং অপর দিকে ***খ্রীষ্টিয়ান*** যেমন আর্তনাদ করছিল ও দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল, তা আমার মত চোখে না দেখলে কেউ কল্পনা করতে পারবে না। ***খ্রীষ্টিয়ানের*** মুখে মুহূর্তের জন্যও আনন্দের আভাস দেখা যায়নি; কিন্তু শেষে যখন বুঝতে পারল, তার দ্বি-ধার খড়্গের মারাত্মক আঘাতে ***আপল্লুয়োন*** আহত হয়েছে, তখন হাসিমুখে সে ঊর্ধ্বদিকে তাকাল। — এমন ঘোরতর যুদ্ধ আমি কখনও দেখিনি।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ***খ্রীষ্টিয়ান*** বলল, ***যিনি*** আমাকে সিংহের মুখ থেকে উদ্ধার করেছেন, এবং ***আপল্লুয়োনের*** সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, এখন আমি ***তাঁর*** প্রশংসা করি, এই বলে সে গান ধরল—

ক্রোধভরে ভূতপতি যাত্রাপথে মোর,
সসজ্জ হয়ে আসি, রণ দিল ঘোর।

বধিবে মোরে, লবে হৃদপিণ্ড আমার,
বেল্‌সবূব্‌ পদতলে দিবে উপহার।
তীক্ষ্ণ তার অস্ত্রশস্ত্র, দম্ভ অতিশয়,
বেদনায় ভূমিতে লুটি পেয়েছিনু ভয়।
এলেন মীখায়েল সহায় চমৎকার,
(দানিয়েল ১০:১৩;১২:১;প্রকাশিত. ১২:৭ দেখুন।)
প্রতিঘাতে ত্যাগি রণ, পলায় পামর।
প্রাণ খুলে তাই, গাই বিভু জয়গান,
কেউ নেই তাঁর মত করে পরিত্রাণ।

এমন সময় ***খ্রীষ্টিয়ানের*** সামনে একখানা হাত বিস্তারিত হল, তাতে ***জীবনবৃক্ষের*** কয়েকটা পাতা ছিল, যা সর্বজাতির আরোগ্যদায়ক (প্রকাশিত. ২২:২)। ***খ্রীষ্টিয়ান*** তা নিয়ে তার ক্ষত স্থানে লাগাতেই ক্ষত নিরাময় হল। ইতিপূর্বে যে রুটি ও আঙ্গুরের রস পেয়েছিল, এ বার তা ভোজন ও পান করল।

পরে শ্রান্তি দূর হলে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে আবার পথ চলতে লাগল। সে ভাবল, কি জানি যদি আবার কোন শত্রু এসে হাজির হয়। কিন্তু ***নম্রতা-তল***ভূমির পথে ***আপল্লুয়োন*** আর আক্রমণ করেনি।

এই উপত্যকার শেষে ***মৃত্যুচ্ছায়া*** নামে আর একটা ***উপত্যকা***;তারই মধ্য দিয়ে ***সিয়োনে*** যাবার পথ, সুতরাং ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** সেই উপত্যকা দিয়ে যেতে হল। এই উপত্যকা অতি নির্জন। যিরমিয় ভাববাদী এইভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন, "মরুভূমি আর বালিয়াড়ি ভরা বন্ধুর পথ, ধূ-ধূ মরুদেশ তিমির অন্ধকার, জনপ্রাণীর চিহ্ন সেখানে নেই" (যিরমিয় ২:৬)।

আপল্লুয়োনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ***খ্রীষ্টিয়ান*** যত না বিপন্ন হয়েছিল, এই পথে গমনকালে তাকে তার চেয়েও বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছিল।